OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 115 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 115 - 123
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পে আদিবাসী নারীর সামাজিক অবস্থান এবং নারীচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ

সাগরিকা সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sagarikasaha111@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Tribe, Adivasi, Dalit, Ramapada Chawdhury, women's characteristics features, psychological analysis.

Abstract
Ramapada Chowdhury, one of the strongest writer in the Bengali literary world of the 20th century, has the credit of authorship of nearly 135 short stories. In this article, the position of Dalit-Tribal women in society, the nature of Tribal women's characters, characteristics features and the layered structure of pshychology speak to the immense mystery of human life are explored based on the short stories by Ramapada Chowdhury. Society & human life complement with each other and human life can't be complete without the mind, because the mind is never separated from the human surroundings and society. The subject of this essay is the craft of character development and the finer levels of psychological hierarchy through character psycho analysis in the context of the psychological theories of various psychologists.

Discussion

"The most exploited section of the pluralist Indian society."[১]

হিসাবে চিহ্নিত, উচ্চবিত্ত সমাজের পদদলিত, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর প্রান্তবাসী দলিত আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ যারা, সেই আদিবাসী মানুষদের নিয়ে লেখা রমাপদ চৌধুরীর গল্পের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও, অল্পসংখ্যক গল্পেই - 'এক অশ্রুবিন্দুর মধ্যেই যেন অনন্ত সিন্ধু'র আস্বাদ প্রাপ্ত। শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির মূলে থাকে স্রষ্টার আজীবন সঞ্জাত অভিজ্ঞতা-প্রত্যয়। লেখকের নিজস্ব নিরপেক্ষ জীবনদর্শন, নির্মোহ অভিব্যক্তি তাঁর গল্পনির্মাণে পরিস্ফুট।

রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পের প্রেক্ষিতে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর অন্ত্যেবাসী আদিবাসী নারীদের সামাজিক অবস্থান, আদিবাসী নারী চরিত্রের স্বরূপ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মানবজীবনের অপার রহস্যচেতনায় মুখর মনস্তত্ত্বের স্তরীয় বিন্যাসের অনুসন্ধান করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। সমাজ এবং মানবজীবন একে অপরের পরিপূরক, আবার মন ব্যতীত মানবজীবন সম্পূর্ণ হতে পারে না, কারণ মন কখনই মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থান, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের আধারে নারী চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে মানবমনের অতল রহস্য অনুধাবনের পাশাপাশি চরিত্রনির্মাণের নৈপুণ্যতা, আদিবাসী নারীদের সামাজিক অবস্থান এই প্রবন্ধের মূল আলোচনার বিষয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 115 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লেখকের ছোটগল্পে আদিবাসী নারীচরিত্র চিত্রায়ণের মাধ্যমে সমাজের যে স্বর ব্যক্ত এবং স্রষ্টার যে মনোভাব মূর্ত, আবার কোথাও স্রষ্টার মনোভাবকে উপেক্ষা করেই চরিত্ররা তাদের চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, সে বিষয়ে এই প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। এই আলোচনায় রমাপদ চৌধুরীর 'জলরঙ', 'নারীরত্ন', 'লাটুয়া ওঝার কাহিনি', 'ইমলী', 'রেবেকা সোরেনের কবর', 'তিনতারা', 'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পগুলির নিরিখে আদিবাসী নারীদের সামাজিক অবস্থান এবং অপার রহস্য চেতনায় মুখর নারী চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস করা হয়েছে।

লেখকের আদিবাসী জীবনাশ্রয়ী ছোটগল্পগুলিতে সমাজের প্রান্তবাসী আদিবাসী মানুষদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, তাদের জীবনচর্যার পাশাপাশি প্রাধান্য পেয়েছে মানব মনের জটিলতা, মনস্তত্ত্বের গূঢ় রহস্য। কোন মানুষের ক্রিয়াকলাপের অন্তরালে থাকা কারণ খুঁজতে গেলে মানব মনের অতল রহস্য অনুধাবনের পাশাপাশি সেই মানুষের আচরণ, ক্রিয়াকলাপের কার্যকারণ সূত্র অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থান, সমাজ-পরিবেশের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানাও আবশ্যক। কারণ মানুষের ক্রিয়াকলাপ, মানবমন এবং সমাজ একসুতোয় গাঁথা। মন সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মত - মন ও মানুষের দেহ এক ও অবিচ্ছিন্ন সত্তা। আধুনিক যুগে স্নায়ুবিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞান বিকাশের পাশাপাশি মনোবিজ্ঞানেরও বিকাশ ঘটেছে। সমাজ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মনোবিশ্লেষণ আবশ্যক। সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, আইভন পাভলভ, বি. এফ. স্কিনার, কার্ল রজার্স, আলফ্রেড অ্যাডলার, কার্ল ইয়ুং, ম্যাকডুগাল প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব সমাজের সামনে মানুষের অবচেতন মনের গহনে চলা অপ্রকাশ্য ভাবনার দ্বার উদ্‌ঘাটন করে। মানুষ কিছু আবেগ-প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত, চেতন এবং অবচেতনের জগৎ নিয়েই মনস্তত্ত্বের জগৎ। মানুষ তার নিজের অন্তরের গহনে চলা ভাবনা সর্বদা উপলব্ধি করতে পারে না। সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানবমনের ভাবনার রহস্য-প্রকোষ্ঠে ধাপে ধাপে প্রবেশ করে, জীবনের ছন্নছাড়া মিছিলে একটি চরিত্র কতটা জীবন্ত ও তার ক্রিয়াকলাপের যে কার্য-কারণ সূত্র নিম্নে তা আলোচনা করা হল।

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে রচিত রমাপদ চৌধুরী 'জলরঙ' গল্পে কোলিয়ারির শ্রমিক-মানুষদের নিবিড় জীবনযাপনকে কেন্দ্র করেই যেন জলরঙে শ্রমিকদের জীবন ছবি এঁকেছেন। সামান্য অসাবধানবশতায় জলরঙে আঁকা ছবি যেমন নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তেমনি কোলিয়ারিতে কাজ করা শ্রমিকদের জীবনও সামান্য অসাবধানতায় বিপন্ন হতে পারে। লেখক কোলিয়ারি অঞ্চল, কোলিয়ারিতে কাজ করা অসহায়, দরিদ্র মানুষদের উপর হয়ে চলা অত্যাচার খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, পর্যবেক্ষণের সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁর গল্পের চরিত্রচিত্রণকে এক অন্য মাত্রায় উন্নীত করে।

গল্পের শুরুতেই নির্মল প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকা কপালকুণ্ডলার সঙ্গে মুণ্ডা ধাওড়ার মেয়ে রূপমণির সৌন্দর্যের তুলনা পাই সদ্য কোলিয়ারিতে যোগ দেওয়া বাবুর মুখে। এই কোলিয়ারিতে কাজ করা এক নারী শ্রমিক বা রেজাদের উপর হয়ে চলা অত্যাচার, শোষণের প্রকট রূপ রূপমণি চরিত্রটি বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পটি স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে লেখা এবং তৎকালীন সময়ে দেশে নারীসুরক্ষা, নারীপ্রগতি আইন নিয়ে নানান আন্দোলনের ফলে জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি হলে সরকার কর্তৃক দেশে নারীসুরক্ষা, নারী প্রগতির জন্য নানান আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এই সকল আইন-নিয়ম কেবল খাতায়-কলমেই সীমাবদ্ধ, আদৌ আদিবাসী সমাজে তার বাস্তবায়ন হয় না, এই গল্প তারই দৃষ্টান্ত। সরকারি আইনানুযায়ী মহিলা শ্রমিকদের রাতে কাজে আসতে হয় না কোলিয়ারিতে, কিন্তু কোলিয়ারির উচ্চপদস্থ বাবুদের ভোগ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য বাবুদের বাংলোয় যেতে হত তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। প্রভান্স যখন বলে ওঠে—

> "খাদে এখন রাতপাল্লার ডিউটি দিতে হয় না বটে মেয়েদের, তবে বাবুদের বাংলোয় এখনো...।"[২]

প্রভান্সের মুখের এই অসম্পূর্ণ কথাতেই ব্যক্ত হয় কোলিয়ারিতে কাজ করা আদিবাসী নারী শ্রমিকদের উপর হয়ে চলা অকথ্য অত্যাচার এবং তাদের অসহায়তা। এই বাবুদের ভোগ-লালসা চরিতার্থতার জন্যই যখন রূপমণিকে সর্দার গোপী সিং-এর ডেরায় যেতে বলে, তখন সে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় তার কাজ চলে যায়। এখানে আদিবাসী নারী শ্রমিকদের বাড়িতে কাজে ডাকার নামে কেবল উচ্চপদস্থ বাবুরা তাদের ভোগ-লালসা চরিতার্থ করে এবং কোনো নারী যদি যেতে অস্বীকার করে, তাকে ক্ষমতাধারী মালিক শ্রেণির ষড়যন্ত্র, লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। রূপমণি চরিত্রটিতে দৃঢ় প্রতিবাদী সত্তা অন্বিত, যখন সে বলে—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 115 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"আর সকল কুড়ীরা যাক, আমি যাব নাই।"[৩]

রূপমণি জানে যে সে না গেলে তার কাজ চলে যাবে, রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে, বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবগত হয়েও রূপমণি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। দৃঢ় সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করে- সে উচ্চপদস্থ বাবুদের ডেরায় মনোরঞ্জনের জন্য যাবে না। কিন্তু পরের দিনই সে তার হবু স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে এবং গল্পের কথককে বদনামের হাত থেকে রক্ষা করতে রূপমণি তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও গোপী সিং-এর লোলুপতার কাছে আত্মসমর্পণ করে। এখানে রূপমণি চরিত্রটি বিশ্লেষণে মনোবিজ্ঞানী আইভন পাভলভের তত্ত্বের কথা এসে যায়- পাভলভ মনে করেন, মানুষের মানসিকতা কার্যকারণ সম্পৃক্ত, স্থান-কাল-পাত্র নির্ভর। তিনি মানুষের পারিপার্শ্বিক সমাজ-পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে রূপমণি প্রবল অভাব সত্ত্বেও কাজ চলে যাওয়ার ভয় পায়না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, কিন্তু সেই রূপমণি পারিপার্শ্বিক অবস্থা-ষড়যন্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

যে পরিয়াগের প্রাণ বাঁচাতে রূপমণি নিজের সম্মানের আত্মবলিদান দেয়, সেই পরিয়াগই তার প্রাণরক্ষাকারী হবু স্ত্রী রূপমণিকে ভুল বোঝে, তার নামে ভুল ধারণা পোষণ করে—

> "বিষণ্ণ হাসি হাসলে পরিয়াগ— গোপী সিং ওকে নতুন শাড়ি দিয়েছে বাবু, রূপমণি ওর ডেরাতেই থাকবে।"[৪]

পরিয়াগের রূপমণি সম্পর্কে এমন কথা বা ভাবনা বড় বেদনাদায়ক। যে নারী প্রাণপাত করে নিজের সবকিছু বলিদান দিল, সেই নারীকেই তার প্রিয়পুরুষ তার ত্যাগের কোনো স্বীকৃতি দিল না। আবহমান কাল ধরেই নারী তার আত্মবলিদান, ত্যাগের স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত। রূপমণির আত্মবলিদানের পিছনে কেবল পরিয়াগ নয়, এছাড়াও আছে 'হাজরিবাবু', যার জন্য রূপমণি নিজের মান-সম্মান আত্মাহুতি দিতেও প্রস্তুত হয়। গল্পে রূপমণির পরিয়াগের প্রাণ ও হাজরিবাবুর সম্মান রক্ষার্থে আত্মত্যাগ, বৃহত্তর ক্ষতিসাধন থেকে বাঁচাতে আত্মবলিদান আদিবাসী নারী শ্রমিকদের সামাজিক অবস্থান, কোলিয়ারির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকে সুস্পষ্ট করে। গল্পের শেষবাক্যে যেন রূপমণির গভীর ভাবনার তল অধরা -

"শুধু প্রভাস বললে, কে জানে, হয়তো আপনারই দুর্নাম বাঁচাবার জন্যে।"[৫]

রূপমণির সৎ, মানবিক, নির্ভীক-সাহসী, প্রতিবাদী, আত্মত্যাগী চরিত্রের গভীরে আছে তার মানবমনের এক অন্য জগৎ। মানবমন অত্যন্ত জটিল, অপ্রকাশ্য রহস্যময়, গভীর। মনের চেতনার যে অংশ প্রকাশিত তা থেকেই অনুমান করে নিতে হয় অপ্রকাশ্য মননের অব্যক্ত কথা।

১৩৬২ বঙ্গাব্দে রচিত 'নারীরত্ন' গল্পটির কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র ময়না কিস্কু এবং ময়নার মেয়ের চরিত্রের স্বরূপ আলোচনা করা হল। রমাপদ চৌধুরীর অন্য গল্পগুলিতে যেসমস্ত নারী চরিত্র রয়েছে ময়না কিস্কু তার থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের এক নারী চরিত্র। ময়না চরিত্রের মধ্যে যে স্বার্থপর, প্রতারক, ক্রূঢ়, প্রতিহিংসা পরায়ণ মনোভাব পাই তা রমাপদ চৌধুরীর সৃষ্ট অন্য আদিবাসী নারী চরিত্রে পরিলক্ষিত হয় না।

যৌনানুভূতির তীব্রতা এবং আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গি— এই তীব্র প্রবৃত্তির ক্রিয়াপদ্ধতির যে রূপ অব্যস্ত জীবনযাত্রার পেলব সম্পর্কের অন্তরালে, তার সত্য রূপটি লেখক ছোটগল্পের এই সূক্ষ্ম পরিসরে ময়না চরিত্রে তুলে ধরেছেন। ভুখন কিস্কুর বউ ময়না কিস্কু তার স্বামীর আড়ালে ধুলন টুডুর সঙ্গে পরকীয়া করে, স্বামীর কাছে ময়নার পরকীয়া ধরা পড়ে গেলে সে নিজের হাতে তার স্বামীকে খুন করে। প্রেমিক ধুলন যখন ময়নার এই অপরাধের কথা জানতে পেরে তার অপরাধের দায় নিতে অস্বীকার করে, ময়নার ভুল কাজের অংশীদারিত্ব হতে চায় না, তখনই ময়নার প্রেমিকাসত্তার বদলে জেগে ওঠে এক স্বার্থপর, প্রতারক সত্তা। ময়না কিস্কু এমন এক নারী চরিত্র– যে চরিত্রের মনের গহনে অপরাধী, খুনী, স্বৈরিনী, প্রতারক সত্তা বিরাজমান। গল্পে সুধীরবাবু চরিত্রের মুখে নারী সম্পর্কে বলতে শোনা যায়— নারী নরকের দ্বার। ময়না কিস্কু সত্যিই 'নরকের দ্বারী', যে একটা নয় তিনটে মানুষের জীবনকে নরকে পর্যবসিত করেছে। এখানে ময়না তার মেয়ে, তার স্বামী, তার প্রেমিক— এই তিনটে মানুষ, যারা তার জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের প্রত্যেকের জীবনকে নরকে পর্যবসিত করেছে। ময়না চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তাকে 'ক্রিমিন্যাল মাইন্ড' বলা যায়। যে তার স্বামীকে হত্যা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 115 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করতে একবারও দ্বিধা করে না এবং পরক্ষণে যখন প্রেমিক ধুলনের কাছে সে ধরা পড়ে তখন সে ধুলনকে বলে যে ধুলনের জন্যই নিজের স্বামীকে হত্যা করেছে। আবার পরক্ষণেই ময়না ধুলনকে তার স্বামীর খুনের ঘটনায় দায়ী করে অত্যন্ত চালাকির সঙ্গে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জঘন্য অপরাধ করতেও পিছপা না হওয়া, আদিমতায় পূর্ণ, ক্রূঢ়-স্বার্থপর, স্বৈরিণী, অত্যন্ত জটিল মনোভাবাপন্ন এক চরিত্র এই ময়না কিস্কু।

ধুলন টুডু ময়না বিবাহিত জানার পরেও সে তার সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে লিপ্ত হয়। ময়নার নিজ স্বামীকে খুন এবং সেই খুনের দায়ে ধুলনকে মিথ্যাচারে ফাঁসানো, এই গোটা ঘটনায় ধুলন বিহ্বল, হতাশাগ্রস্ত বা প্রবলভাবে মানসিক বিধ্বস্ত। ধুলন ভাবতেই পারে না তার ভালোবাসার মানুষ অন্য আর এক মানুষের প্রাণ নিতে পারে। সে এই ঘৃণ্য কাজে ময়নার সঙ্গ দিতে পারেনি, সে তার নিজের মনের বিবেককে, সৎ মনোভাবকে ময়নার জন্য বিসর্জন দিতে পারেনি। হত্যা সমস্যা সমাজের এক বড়ো সমস্যা। এই সমস্যায় মনের নির্জ্ঞান অংশে বিষয়টির মূল একটিই। মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড ফ্রয়েড মানব প্রবৃত্তিকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করেছেন— *Eros* এবং *Thanatos*। এই *Eros* হল 'ভালোবাসার প্রবৃত্তি' বা 'জীবনমুখী' এবং *Thanatos* হল 'মৃত্যুচেতনা' বা 'মৃত্যুমুখী'। এই *Thanatos* বা মৃত্যুচেতনা দুইভাবে প্রবাহিত হয়- পরঘাতী অর্থাৎ হত্যা, আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মহত্যা। পরঘাতী এই মৃত্যুচেতনা থেকেই মানুষের মধ্যে আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গির জন্ম, এর উদ্দেশ্য হল- অপরকে জীবন থেকে সরিয়ে ফেলা। ময়নার মধ্যে এই পরঘাতী প্রবৃত্তির মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল। ভুখনের কারণে ময়নার ধুলনের প্রতি ভালোবাসার ধারা প্রতিহত হওয়ায় তার আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। এই আক্রমণাত্মক মনোভাব থেকেই ময়না তার স্বামীকে হত্যা করে আবার পরক্ষণেই এই একই কারণে সে নিজেকে বাঁচাতে ধুলনকে মিথ্যা খুনের দায়ে ফাঁসিয়ে যাবজ্জীবন শাস্তি দেওয়ায়। 'নারীরত্ন' গল্পে ময়নার মনোবিশ্লেষণে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের হত্যাকেন্দ্রিক সমস্যা পরিলক্ষিত।

সে তার স্বামীকে খুন করে এসে এমন সুন্দর অভিনয় করে কাঁদে যে দুঁদে পুলিশ অফিসার, গ্রামের লোকজন – সকলেই তার মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে। আদ্যোপান্ত এক জটিল নারীচরিত্র, যার মনের পরতে পরতে হিংসাত্মক মনোবৃত্তি। নারী মানেই যে সে কেবল অসহায়, দুর্বল, লাঞ্ছিত— এই প্রথাগত ধারণায় সজোরে আঘাত হানে এই ময়না চরিত্রটি। সে গ্রামের হোক; কি শহরের; কি আদিবাসী, মানবমনের রহস্য একই। নারীও রক্ত-মাংসের মানুষ, কেবল সে লাঞ্ছিত হয়, তা নয়। তার দ্বারা অন্যরাও লাঞ্ছনা-অন্যায়ের শিকার হতে পারে, এবং মেয়ে হওয়ার সুযোগ সে নিতে পারে, সে কারো মা বা স্ত্রী হলেও তার মনে পাপের বাসা বাঁধতে পারে। নারী নিয়ে মানুষের যে প্রথাগত ধ্যান-ধারণার ছক তা ময়না চরিত্র ভেঙে দেয়। গল্পের শুরু থেকে ময়নার প্রতি সহানুভূতি জাগলেও হঠাৎ তার মেয়ের ময়নাকে 'ডাইনি' সম্বোধন করা, নিজের মায়ের কাছে থাকতে না চাওয়া, তার মায়ের অসৎ চরিত্র সকলের সামনে আনায় ময়না চরিত্রের মনস্তত্ত্বের জটিল দিকগুলি প্রকট হয়। মাকে মেয়ের 'ডাইনি' সম্বোধনে 'মা' ভাবনার প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় একটা আঘাত লাগে। একটা মেয়ে জনসম্মুখে তার মাকে ডাইনি বলছে, তার মায়ের যাবতীয় অন্যায়, অপরাধ, কুকীর্তি, মায়ের মিথ্যাচারিতা, কপটতার দিক উন্মোচন করছে পনেরো বছর বয়সে, এখানে যেমন ময়না চরিত্রের কদর্য অপরাধমনস্ক মনের পরিচয় পাই, পাশাপাশি একটি পনেরো বছরের মেয়ের মায়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠ, সৎ সাহস, প্রতিবাদী সত্ত্বা পরিলক্ষিত। মা-মেয়ে যেন দুই সম্পূর্ণ বিপরীতমনস্ক নারী। মেয়েটি প্রথমে ভয় পেয়ে চুপ থাকলেও তার বাবার খুনিকে শাস্তি দেওয়া, তার মায়ের প্রতি প্রবল ঘৃণা, তার মা'র কৃতকর্মের শাস্তি দেওয়াতে সে আওয়াজ তোলে। মেয়েটির ময়নাকে ডাইনি বলার মধ্যে তার পিতার খুনির প্রতি তীব্র ক্ষোভ পরিলক্ষিত।

১৩৫৯ বঙ্গাব্দে রচিত রমাপদ চৌধুরীর 'লাটুয়া ওঝার কাহিনি' গল্পের আদিবাসী নারীচরিত্র— লাটুয়া ওঝার মেয়ে সুরমণি। গল্পে ওঁরাও, মুণ্ডা, খেড়িয়া, ভূমিজ, সাঁওতাল এই সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষদের বিশ্বাস লাটুয়া ওঝার ওষুধে এবং মন্ত্রের জোরে সাপের বা কাঁকড়া বিছের বিষও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। মৃত মানুষও প্রাণ ফিরে পায় এই রকম নানান কুসংস্কার, বিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাস প্রচলিত আছে সমাজের প্রান্তবাসী দলিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এই লাটুয়া ওঝার কন্যা সুরমণি, বাইশ-চব্বিশ বছরের যুবতী। অন্ধ লাটুয়া ওঝা কথককে কুকুরে কামড়ানোর জন্য নানা রকমের জংলী শিকড়বাটা দেয় এবং সুরমণিও তার বাবার সব নির্দেশ পালন করে। কথকও এই সমস্ত শিকড়বাটা নেয় এবং সুরমণির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 115 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হাতে দুটি রূপোর টাকা দেয় শিকড়ের মূল্য স্বরূপ। সুরমণি সে টাকা নিলেও পরের দিন সে কথককে সেই মূল্য ফিরিয়ে দেয়। শত অভাব-অনটন, দারিদ্র থাকা সত্ত্বেও সুরমণি কথককে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে তার অন্ধ পিতার গোপন সত্য তুলে ধরে—

> "ইটা ফিরায়ে লে বাবু, কাম হবে না তুয়ার, ই দাওয়াই মিছা বটে।"[৬]

সুরমণির মধ্যে প্রথমে সত্যিটা অবদমনের প্রয়াস থাকলেও পরবর্তীতে সত্যি কথা বলে টাকা ফিরিয়ে দেওয়া, যে টাকাটা তাদের চরম অভাব-অনটনের সংসারে বড় সম্বল, যা সুরমণি চরিত্রের আত্মপ্রত্যয়ী, সরল-সৎ, সাহসী, আত্মসম্মানজ্ঞান প্রখর মনোভাবকে ফুটিয়ে তোলে। লাটুয়ার অস্তিত্ব রক্ষার্থে এবং অন্ধ বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, সুরমণি মিথ্যা কিছু ঘাসপাতা এনে তার বাবার ওঝাবৃত্তির কাজে দিয়েছে। একদিকে সুরমণি তার বাবার অস্তিত্বের সংকটে যেমন সন্তান হিসাবে বাবার অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে তেমনই মিথ্যের আশ্রয় না নিয়ে কথকের সামনে সুরমণির এই সত্য স্বীকারোক্তি তার চরিত্রের সাহসিকতাপূর্ণ সততার দিকটিকে উন্মোচিত করেছে।

সুরমণি চরিত্রটির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বাবার প্রতি মেয়ের অকৃত্রিম ভালোবাসার পাশাপাশি রয়েছে বাবাকে মিথ্যা বলার যন্ত্রণা, বাবার স্বপ্ন সে ভালো ওঝা হবে, সেই স্বপ্নকে সত্যি করতে না পারার কষ্ট। প্রতিটা মানুষ একটা লক্ষ্যকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকে, মানুষ সংকটে ইউটোপিয়াকে আঁকড়ে বাঁচে। তেমনই লাটুয়া অন্ধ হয়ে যাবার পর আশা করে তার মেয়ে সুরমণি তার অস্তিত্ব-পেশা রক্ষা করবে। লাটুয়া তার জীবনের গভীর সংকট থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে সুরমণিকে আশ্রয় করে। সুরমণি তার বাবার কাছে ইউটোপিয়া। একদিকে সুরমণি তার বাবার অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে যেমন মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে, তেমনই অন্যদিকে সে নিজেই তার বাবার গোপন সত্যিটা সামনে আনছে। প্রথমে টাকা নিলেও পরে লোভ সংবরণ করে মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে সত্যকে উদ্‌ঘাটন করে টাকা ফিরিয়ে দেওয়া, এই দ্বিস্তরীয় বৈপরীত্যের রেখায় চিত্রিত সুরমণি চরিত্রটি কেবল চরিত্র হয়ে থাকেনি, সুরমণির পাথর-কালো যুবতী দেহের যেমন সৌন্দর্য, তেমনই তার মনও অনন্য সাধারণ সততার মূল্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

১৩৬০ বঙ্গাব্দে রচিত 'ইমলী' গল্পের আদিবাসী চরিত্রচিত্রণে ইমলী এক অনবদ্য ট্র্যাজিক ভাস্বর নারীচরিত্র। ইমলী জাতিতে বেদিয়া, সেও আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতোই জীবনের ঘর বাঁধার রঙিন স্বপ্ন দেখত নিজের মনের মানুষের সঙ্গে। একটা ঘর, যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী জীবন, নিজের একটা কাছের মানুষ এটুকুই, কিন্তু কোনোটাই তার পূরণ হয় না। সে যেন অসহায়, বিপর্যস্ত, লাঞ্ছিতমানবতার প্রতিনিধি। সুন্দরবন থেকে শহরে ইমলী ও তার জাতের মানুষরা মধু বেচতে আসে। সেখানে ইমলীর মন বাঁধা পরে ফালসার কাছে। কিন্তু সে তার নিজের লজ্জা-সংকোচবোধে ফালসার থেকে দূরে থেকে ফালসাকে হারিয়ে ফেলে। এখানে এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের, নারীমনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ফালসার সঙ্গে একরাত কাটানোয় একদিকে ইমলীর মনে একটা অন্যরকমের ভালো লাগার পরশ আবার অন্যদিকে সে নিজেকে 'বেশরম' মনে করে নিজেকে ধিক্কার দেয়। এক অদ্ভুত দ্বিধা-দোলাচলের চিত্র স্পষ্ট। সে নিজের স্বভাব-লজ্জার কারণে ফালসাকে হারিয়ে একাকীত্বে, অসহায়তার চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে সে ভিক্ষা করে, লোকের বাড়ি কাজ করে পেট চালাতে চায় কিন্তু তা হয়না। বাস্তব বড় নির্মম। সে কোথাও কাজ পায় না, সকলেই চোর ভাবে। কলকাতা শহরের বুকে দাঁড়িয়েও ইমলীর কোনো কাজ না পাওয়ার যে কারণ তা আধুনিক সমাজে আদিবাসী নারীদের অবস্থান, তাদের নিয়ে সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের ভাবনাচিন্তার বাস্তবরূপ লেখক তুলে ধরেছেন। যতই সভ্য সমাজ নারীপ্রগতি, সমানাধিকারের কথা বলুক, মুখের আড়ালে যে মুখোশ আছে আর সেই মুখোশের আড়ালে মানুষের মানসিকতা ঠিক কীরূপ তা পরিস্ফুট—

> "কাজের চেষ্টায় অনেক ঘুরেছে, আর নয়। কেউ সন্দেহ করেছে চুরি করে পালাবে, কেউ ভেবেছে ঘরে উঠতি বয়সের ছেলেটা বিগড়ে যাবে। কলকারখানাতেও কোনও কাজ জোটেনি।"[৭]

সমাজের নির্মম বাস্তব মানসিকতার প্রতিচ্ছবি প্রতীয়মান।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 115 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ইমলী যে লজ্জা-সঙ্কোচবোধের কারণে সে তার মনের মানুষকে হারিয়ে ফেলে, পেটের দায়ে সেই লজ্জাকেই তার বিসর্জন দিতে হয় রাতের ছায়া শরীরের কাছে। এখানে শহরে রাতের ছায়াপথের অন্ধকার নগ্ন বাস্তবরূপ পরিস্ফুট। ইমলী প্রথমে মন থেকে ধাক্কা দিয়ে ছায়াশরীরকে সরিয়ে দিতে চাইলেও পেটের দায়ে তা পারে না, পরে আবার সে সেই ছায়াশরীরের জন্যই অপেক্ষা করেছে। ইমলীর এই আচরণে মনে হতেই পারে চরিত্রে ফ্রয়েডের লিবিডোর প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু কথাতেই আছে 'খিদের জ্বালা বড় জ্বালা' — একথা যেন ইমলীর গল্পে ভীষণ ভাবে সত্যি। এই সত্যির থেকে বড় সত্যি যেন আর কিছু নয়। ইমলীর জীবন প্রসঙ্গে মনে আসে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'হে মহাজীবন' কবিতার সেই বিখ্যাত লাইন-

"ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়/ পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।।"

এ কথার সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারে ইমলীর মতো মেয়েরা তাদের জীবন দিয়ে। আসলে এক্ষেত্রে ইমলীর মানসিকতায় পাভলভীয় 'নিমিত্তবাদ' মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে। মনোবিজ্ঞানী পাভলভ মনে করেন, মানুষের সব মননক্রিয়ার সঙ্গে তার সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং অবস্থিতি সম্পর্কযুক্ত। সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে আর কোনো উপায় না থাকায় ইমলী দেহ ব্যবসার মত ঘৃণ্যপথ, ঘৃণ্যবৃত্তি বেছে নিতে হয়। যা সে নিজেও প্রথমে চায়নি কিন্তু খিদের তাড়নায় বাধ্য হয়ে তাকে এই বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। ইমলী কখনই নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে এই পথে আসেনি, তাই এক্ষেত্রে তার মধ্যে ফ্রয়েডের নয় বরং পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল। সে অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে এই বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় খাদ্য সংস্থানের জন্য উদ্বাস্তু শিবিরে গেলে সেখানেও সে লাঞ্ছিত হয়ে সে যেন সর্বস্বশূন্য হয়ে পড়ে। সামাজিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, জীবনের চরম সংকটের লড়াইয়ে সর্বস্বশূন্য বোধে ইমলী মর্মস্পর্শী এক ট্র্যাজিক নারী চরিত্র।

লেখকের 'রেবেকা সোরেনের কবর' গল্পের আদিবাসী নারী চরিত্র রূপমতী সোরেনের রেবেকা সোরেন হয়ে ওঠায় আলোকপাত করা হল। গল্পের প্রথমেই দেখা যায় 'ভিখারিয়ার নাচ' নামক এক আদিবাসী উৎসবের নামে সেখানে মেয়েদের অপমান করা হয়, মেয়েদের নামে নানান অশ্লীল ছড়া বা গান গাওয়া হয় গোটা গ্রামের সামনে। কিন্তু সমাজের কোনো একটা মানুষও এর কোনো প্রতিবাদ করে না। এখানে আদিবাসী সমাজে নারীর অবস্থান ঠিক কীরূপ তা স্পষ্ট। সমাজের কাছে মেয়েরা কেবল ভোগ্য-পণ্য বস্তু রূপে চিহ্নিত, কেবল 'এন্টারটেইনমেন্ট'— গল্পে সেই বাস্তব নির্মম রূপ সুস্পষ্ট। এই ভিখারিয়ার নাচে যখন রূপমতীকে নিয়ে অশ্লীল গান-কথা বলে গ্রামের মানুষ, তখন রূপমতীর প্রেমিক লালোয়া কুড়ুখ নিজের রাগ সামলাতে না পারায় মারামারি শুরু হয়। সেখানে রূপমতীর কোনরকম দোষ না থাকা সত্ত্বেও যেহেতু সে নারী, তাই সমাজের চোখে সে দোষী, পাপী হিসেবেই গণ্য। আদিবাসী সমাজের নিয়মানুযায়ী তাদের যে নিজস্ব পঞ্চায়েত থাকে, সেই পঞ্চায়েতে গ্রামের মাতব্বররা রূপমতীকে 'বিট্‌লা' রায় দেয়, যা সাঁওতাল সমাজে এক নারীর জন্য চরম শাস্তি। সাজাপ্রাপ্ত নারীকে সমাজচ্যুত করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের পুরুষরা তাদের ভোগ-লালসা চরিতার্থ করে সেই নারীর সম্মান নষ্ট করে। এই বিটলার অমানবিক নির্যাতন, অপমান-আক্রমণের হাত থেকে ম্যাকুসাহেব রূপমতীকে, সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে বাঁচায়, বিবাহ করে। রূপমতী সোরেন থেকে সে পরিণত হয় রেবেকা সোরেনে।

রূপমতী ওরফে রেবেকার জীবনের দুটো স্তর দেখা যায়। প্রথমত লালোয়া কুড়ুখের প্রতি রূপমতির একনিষ্ঠ প্রেম, নিজেদের ঘর বাঁধবার স্বপ্ন। রূপমতী ভিখারিয়ার নাচের বাস্তব বর্বরোচিত ব্যবস্থার কথা জানার পরও সে শুধুমাত্র লালোয়ার জন্য ওই মেলার পথে পা বাড়ায়। এখানে রূপমতির লালোয়ার প্রতি গভীর প্রেম পরিস্ফুট। পরবর্তী দ্বিতীয় স্তরে আদিবাসী সমাজের চোখে 'বিটলাহা' হওয়ার পর রূপমতীর ম্যাকুসাহেবের স্ত্রী রেবেকা হয়ে, তার স্বামীর প্রতি অটুট বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-ভালোবাসার ছবি ব্যক্ত। ম্যাকুসাহেবকে রূপমতী নিজের চরম দুঃসময়ে পাশে পেয়েছিল, তাকে অপমান-নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, এই কারণে রেবেকার মনের গভীর থেকে ম্যাকুর প্রতি তার যে গভীর বিশ্বাস-শ্রদ্ধাবোধ জন্মেছিল, তার এই বিশ্বাস সে আমৃত্যু দৃঢ় রেখেছে। ম্যাকুসাহেব তার পিতার কথায় রেবেকাকে ফেলে চলে যাওয়ার সময় এক সপ্তাহ পরে ফিরে আসার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়, রেবেকা তার পুত্রসন্তানকে অবলম্বন করে ম্যাকুর প্রতি অগাধ আস্থা-বিশ্বাস-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 115 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভরসায় আমৃত্যু স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে গেছে। রেবেকার দৃঢ় নারীসত্তার পাশাপাশি সেই মানুষটা যে তাকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছিল, নিজের স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-আস্থার চিত্র উদ্ভাসিত।

কালজয়ী প্রেম মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল এই রেবেকা চরিত্রটিকে তার মনোভাবনা দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কী অসম্ভব দৃঢ় চরিত্রের নারী সে। সে মন-প্রাণ দিয়ে যখন লালোয়াকে ভালোবেসেছিল তখন তার লালোয়ার প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম, আবার রূপমতীকে যেদিন বিট্‌লা ঘোষণা করা হয় তখন সমাজের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লালোয়া রুখে দাঁড়ায়নি বা তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। সেদিনই যেন রূপমতি লালোয়াকে মন থেকে মুছে ফেলে, তার ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে—

> "ওটা মরদ বটেক, না ধুমুড়িয়ার কুড়ী? বিটলার সুময় যাতে পারে নাই টাঙ্গি লিয়ে?"[৮]

এরপর সোনামিরু ও লালোয়ার হাজার মিনতিতেও রূপমতী লালোয়াকে আর কখনও গ্রহণ করেনি। যে পুরুষ তার সম্মান বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি মন থেকে সেই ভালোবাসা; সেই পুরুষের প্রতি এক ধিক্কার, রাগ, প্রত্যাখ্যান। যে সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট হয়ে যায়, সেই সম্পর্ক, সেই মানুষের প্রতি আর কোনো ভাবনা আসে না, সেখানে আর কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় না, এর জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি রূপমতি ও লালোয়ার সম্পর্ক। 'ফিরবো রে, ফিরে আসবে'- এই বিশ্বাসে ম্যাকুসাহেবের প্রতি ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতাবোধ, শ্রদ্ধা-আস্থা নিয়ে সে আমৃত্যু অপেক্ষা করে থাকে। এই শ্রদ্ধাবোধই রূপমতীর ম্যাকুর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ, ভালোবাসা, বিশ্বাসের অন্যতম পরিপন্থী।

মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল-এর তত্ত্বানুসারে মানুষের মধ্যে ভয়ের অনুভূতি থেকে 'পলায়নী প্রবৃত্তি' জন্মায়। কিন্তু রূপমতী বিটলার অত্যাচারের কথা ভেবে 'পলায়নী প্রবৃত্তি' গ্রহণ করে না, সে বিট্‌লার ভয়কেও হার মানায়—

> "হোক বিট্‌লা। পট্টি ভালো ওর। ...আর, আর বুড়ো বাপ মাধা সোরেন। তাকে ফেলে কিনা সুখের ঘর বাঁধবে রূপমতী?"[৯]

বরং লালোয়া চরিত্রে এই পলায়নী প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত লভ্য। রূপমতী চরিত্রে দৃঢ়, প্রতিবাদী নারীসত্তার পাশাপাশি যেমন এক প্রেমিকার চিরন্তন মূর্তি ভাস্বর তেমনই তার পিতার প্রতিও নিখাদ ভালোবাসা দৃশ্য প্রতিবিম্বিত। রূপমতী চরিত্রের মনোজগৎ বিশ্লেষণে আমরা মানবমনের বিচিত্র স্তরের হদিশ পাই। রূপমতী কন্যা হিসাবে, প্রেমিকা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে এক আদর্শ নারী চরিত্র। রূপমতী ওরফে রেবেকাকে ছেড়ে ম্যাকু চলে গেলেও সে তার স্বামীর সম্মানের কথা ভেবে কোলিয়ারির খাদানে কাজে যোগ দেয় না। সমাজের যে মানুষরা তাকে সমাজচ্যুত করার পরিকল্পনা করেছিল, রূপমতী থেকে রেবেকা হতে বাধ্য করেছিল; নিজের পরিবার থেকে দূরে করেছিল, রেবেকা যেন তাদের সংস্পর্শে এসে নিজেকে, তার পবিত্র দৃঢ়চিত্তের সত্তাকে, আত্মসম্মানকে নষ্ট করতে চায় না। সে এই কলুষিত সমাজের কাছে ফিরে নিজের নারীসত্তার অপমান করতে চায় না, বরং তার থেকে সে না খেয়ে মৃত্যুবরণ করাকে শ্রেয় মনে করেছে। লালোয়া রূপমতী নামের যে প্রদীপ জ্বালাতে ব্যর্থ, সমাজ যে রূপমতীকে রেবেকা বানিয়েছে, সেই রূপমতী-ই নিজের মৃত্যুর মাধ্যমে গোটা সমাজের বুকে এক নিরুচ্চার প্রতিবাদ রেখে গেছে। রেবেকার নিরুচ্চার প্রতিবাদে ভাষা না থাকলেও প্রতিবাদের তীব্রতা গভীর মননে দাগ কাটে। তার মৃত্যুকে এক আত্মহত্যা ও সমাজ দ্বারা হত্যাও বলা যায়। রূপমতী চরিত্রের ন্যায় দলিত, আদিবাসী অনেক নারীকে সমাজের এরকম কুপ্রথা 'বিট্‌লাহ'-র বলি হতে হয়। সকলের ভাগ্যেই এরূপ নিদারুন কষ্ট, অপমান, দুর্ভোগই বরাদ্দ থাকে। আদিবাসী নারীদের উপর হয়ে চলা বর্বরোচিত অত্যাচার, সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং একটা ঘুণধরা সমাজকে তীব্র প্রত্যাখান, রূপমতী ওরফে রেবেকা চরিত্রের দৃঢ় নারী চেতনা, প্রতিবাদী-সাহসী, আত্মপ্রত্যয়ী নারীসত্তা স্বমহিমায় ভাস্বর। ত্যাগের মহিমায়, প্রতিবাদের স্বতন্ত্রতায় রূপমতী কেবল গল্পের চরিত্র রূপে আবদ্ধ থাকে না, উত্তরিত হয় অপরাজেয় নারী প্রতিভূ রূপে।

'তিনতারা' গল্পে আদিবাসী রমনী লখিয়া চরিত্রটি অদ্ভুত শক্ত ধাতের, রহস্যময়ী নারী। তার বিয়ে হয় প্রথম তাদের দলের সর্দার বুড়ো রতনলালের সঙ্গে, কিন্তু সে পরে শাঁওনের সঙ্গে পালিয়ে যায়। লেখক কেবল হৃদয়াবেগের রঙীন ফানুসের চিত্র আঁকেননি পাশাপাশি বাস্তবের কঠোরতাও চিত্রিত। যৌবনোচ্ছল লখিয়া যেমন ভালোবাসে উদ্দামতার সাথে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 115 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তেমনই ঘর ভাঙতেও সময় নেয় না। অনুপমের প্রতিও লখিয়ার এক অদ্ভুত মোহ-টান, তা কেবল দৈহিক, এর অন্তরালে রয়েছে কেবলই যেন যৌন কামনা-বাসনা। গল্পে একদিকে স্বার্থান্বেষী তথাকথিত ভদ্রলোকদের পাশাপাশি বয়ে চলে খুনী আসামী শাঁওন ও লখিয়ার উদ্দাম জীবন। আদিম মুক্ত, যৌবনোচ্ছল, বাঁধন না মানা ভালোবাসা-প্রেম-মোহ চিত্রিত। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মতে, আমাদের জীবনের যাবতীয় ইচ্ছা, চাহিদা-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের মূলে রয়েছে যৌন প্রবৃত্তি বা *Libido.* লখিয়া চরিত্রেও যেন ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের ছায়াই বর্তমান। এব্যাতীত লখিয়া চরিত্রটিতে ভিন্নমাত্রার স্তরীয় বিন্যাস লক্ষ্যণীয়- প্রথমত সে একজনকে বিবাহ করে, আবার তাকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সাথে পালিয়ে যায়, দ্বিতীয়ত সে শাঁওনের কাছে প্রহারিত লাঞ্ছিত হলেও শক্ত হাতে প্রতিবাদ করে না, তাকে পরিত্যাগও করে না, তৃতীয়ত সে ইজারাদারদের তার প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিকে উপভোগ করে, চতুর্থত সে অনুপমের সাথেও দৈহিক কামনা-বাসনার তাগিদে এক সম্পর্কে জড়ায়। লখিয়া চরিত্রে মনোজগতের অপ্রকাশ্য জটিল মনস্তত্ত্বের এক গুঢ় রহস্যময়তার চিত্র পরিস্ফুট।

লেখকের 'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পটিতে বর্ণিত আদ্যপ্রান্ত আদিবাসী মানুষদের কুসংস্কার, যুক্তিবুদ্ধিহীন অন্ধবিশ্বাসের কথা, মনগড়া নানান আজগুবি গল্পকথা যা গ্রামের মানুষদের মননের গভীরে নিহিত। এই গল্পে বাৎসল্যের এক আশ্চর্য আখ্যানের পাশাপাশি গল্পটির গভীর দর্শনে পরতে পরতে উঠে আসে মানব মনের অপার রহস্য। ছেলের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছেলেকে জীবনে সৎ পথে ফিরিয়ে আনতে ডাকাত বুধনের পিতা বৃদ্ধ মিঞা মাঝি নিজে ফাঁসির শাস্তি নিতে চায় খুনের মিথ্যা দায়ে বিনা অপরাধে।

এই গল্পের মূল নারীচরিত্র যার নামেই এই গল্প— ঝুমরা বিবি, যাকে গ্রামের লোক বিনা অপরাধে ডাইনি বলে বদ্ধমূল ধারণা তৈরি করে। ঝুমরাবিবি চরিত্রের পরিণতির মধ্যে দিয়ে লেখক আদিবাসী সমাজের কুসংস্কার, যুক্তিজ্ঞানহীন বিশ্বাসের অন্ধকার দিক তুলে ধরেছেন। ঝুমরা এমন এক নারী চরিত্র যে আদিবাসী সমাজের শোষিত-লাঞ্ছিত, বিনা অপরাধে দোষী ও অপবাদের কারণে নির্যাতিত নারীদের প্রতিনিধি স্বরূপ। বিধবা হয়েও সে তার থেকে বয়সে দশ বছরের ছোট মিঞা মাঝির ছেলে বুধনের সঙ্গে প্রেম করে। আবার বেঁচে থাকার জন্য ঝুমরা নিজের মেয়ে আসমিনাকেও সে বুধনের হস্তগত করে। পারিপার্শ্বিকতার কারণে ঝুমরা আসমিনাকে বুধনের হাতে সমর্পণ করলেও সে বুধনকে ভালোবাসতো একথার ইঙ্গিত মেলে যখন সে শোনে মিঞামাঝি বুধনকে হত্যা করেছে এবং সেই কারণে সে কেঁদে পড়ে। এই কান্না বুধনের মৃত্যুর জন্য কান্না, নাকি নিজের মেয়ের খুনীর শাস্তির জন্য কান্না তা অস্পষ্ট। তবে ঝুমরা চরিত্রটিকে বিশ্লেষণে প্রথমেই মনে হয় ফ্রয়েডের লিবিডোর প্রকাশ অর্থাৎ বিধবা হওয়া সত্ত্বেও ঝুমরা নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কমবয়সী পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত। কিন্তু আরও তলিয়ে ভাবলে ঝুমরা ও তার মেয়েকে যখন গ্রাম ছাড়া হতে হয় ডাইনি অপবাদে, সমাজ তাদের সামান্য খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের অধিকারটুকুও কেড়ে নেয় তখন বুধন তাদের খাদ্য-বস্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। ঝুমরা এবং তার মেয়ের বেঁচে থাকার একমাত্র পথ তখন বুধন। এখানেও স্পষ্ট আদিবাসী সমাজে নারীর অবস্থান, তাদের দুর্ভোগ-দুর্দশার নির্মম চিত্র। এক্ষেত্রে ঝুমরা বিবির মননে মনোবিজ্ঞানী পাভলভের 'নিমিত্তবাদ'-এর মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল একথাও বলতে পারি। কারণ পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে ঝুমরা নিজেকে এবং তার মেয়েকে বুধনের হাতে সঁপেছিল। এই গল্পের ঝুমরাবিবি চরিত্রের মনোবিশ্লেষণে অপার রহস্যময় চেতনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের পাশাপাশি প্রান্তিক আদিবাসী সমাজের মানুষদের মনে প্রোথিত অন্ধ কুসংস্কারের বীজ কতটা গভীরে প্রোথিত তা প্রতীয়মান। এই গল্পের পরিণতির নির্মিতির সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে একটি ঘটনাবৃত্তের মিথ হয়ে ওঠার দুরূহ জটিল প্রক্রিয়া।

রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পের সৃষ্টিসম্ভার বিপুল না হলেও তাঁর প্রায় প্রতিটি লেখা সচেতন শিল্পী মনের অভিজ্ঞান। সর্বোপরি আলোচনার পর একথা বলা যায়, আমাদের আলোচ্য প্রতিটা গল্প সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে, চরিত্র নির্মাণের নৈপুণ্যতায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এই প্রবন্ধে রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পে দলিত আদিবাসী নারীদের সামাজিক অবস্থান চিত্রের পাশাপাশি আদিবাসী নারী চরিত্রের স্বরূপ, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মানব জীবনের অপার রহস্য চেতনায় মুখর মানব মনস্তত্ত্বের স্তরীয় বিন্যাসের অনুসন্ধানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে দলিত, আদিবাসী নারী চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 115 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. দেব, রণজিৎ, *আদিবাসী জনজাতির ইতিহাস,* কলকাতা, পারুল বই, ২৭ আষাঢ় ১৪২৮, পৃ. ১৪
২. চৌধুরী, রমাপদ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ২১৭
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

Bibliography:

বাংলা সহায়ক গ্রন্থ:

ডা. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *পাভলভ পরিচিতি,* কলকাতা: পাভলভ ইন্সটিটিউট, জানুয়ারী, ২০১৭
রমাপদ চৌধুরী, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর, ২০১৭
দেব, রণজিৎ, *আদিবাসী জনজাতির ইতিহাস,* কলকাতা: পারুল বই, ২৭ আষাঢ়, ১৪২৮
সরকার, সুনীল কুমার, *ফ্রয়েড (Freud : life and psychoanalysis),* কলকাতা: তৃতীয় সংস্করণ. জুলাই ১৯৫৯

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ:

G. STANLEY HALL, *A general introduction to psychoanalysis by Sigmund Freud,* Global grey, 2018